যুগান্তর

তারিখ 11 MAY 2005
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

সরকারি টাকার হরিলুট চলছে পটুয়াখালী বিপ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে

মুসতাক আহমদ

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি অর্থের হরিলুট চলছে। স্বয়ং উপাচার্যের বিরুদ্ধে অবৈধ ও বিধি বহির্ভূতভাবে বাড়ি ভাড়া ও আপ্যায়ন খরচ বাবদ প্রতি মাসে ৭৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও অপ্রয়োজনীয় হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব অর্থায়নে গোটা ক্যাম্পাসে জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। যার বার্ষিক ব্যয় আনুমানিক প্রায় ২০ লাখ টাকা। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের এক অডিটে এই অর্থ লুটপাটের অভিযোগ ধরা পড়ে। উপাচার্যের এই আর্থিক অনিয়মের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক মঞ্জুরির (বাজেট) তৃতীয় কিস্তির টাকা ইতিমধ্যে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বলে সূত্র জানায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মঞ্জুরি কমিশনের অর্থ ও হিসাব বিভাগের একটি অডিট টিম গত ৬ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। তারা ২০০৪-০৫ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০০৫-০৬ অর্থবছরের মূল বাজেট পরীক্ষা ও অন্যান্য আর্থিক বিষয় পর্যালোচনা করে কর্তৃপক্ষের আর্থিক অস্বচ্ছতা ও অর্থ লুটপাটের চিত্র পান। সূত্রমতে, ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মাসিক ১৫ হাজার টাকা বেতন স্কেলভুক্ত একজন কর্মকর্তা। নিয়ম অনুযায়ী বাড়ি ভাড়া বাবদ তিনি বেতনের ৩৫ ভাগ অর্থাৎ ৫৩৫০ টাকা নিতে পারেন। কিন্তু তিনি বাড়ি ভাড়া বাবদ মাসে ৪৫ হাজার টাকা নগদে গ্রহণ করছেন। যার বিপরীতে বাড়িওয়ালার নামে কোনরূপ চুক্তিপত্র নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী উপাচার্যের নিজস্ব ভবনে তিনি বসবাস করবেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের কোন ভবন নেই। সূত্র জানায়, বৈধ নিয়ম অনুযায়ী নিজস্ব বাড়ি না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উপাচার্যের জন্য বাড়ি ভাড়া করবেন, যেখানে তিনি থাকবেন। কিন্তু উপাচার্য নিজে ঢাকায় বাসা ভাড়া করে থাকেন এবং সে বাবদ ৪৫ হাজার টাকা করে প্রতি মাসে গ্রহণ করছেন। তদন্ত কমিটি এ ঘটনাকে অবৈধ হিসেবে আখ্যায়িত করে রিপোর্ট দাখিল করেছে।

সূত্র আরও জানায়, উপাচার্য আপ্যায়ন খরচ বাবদ প্রতি মাসে ৩০ হাজার টাকা গ্রহণ করছেন। কিন্তু এই খরচের বিপরীতে কোন অগ্রিম দেখানো হয় না। এমনকি খরচের বিপরীতে কোনরকম বিল বা প্রত্যর্পণ ক্যাশ মেমোও জমা দেয়া হয় না। অডিট কমিটি তদন্তে দেখে, শুধু উপাচার্যের একান্ত সচিব প্রতি মাসে একটি ভাউচারের মাধ্যমে উপাচার্যের কার্যালয়ের জন্য ১০ হাজার, আবাসিক ভবনের জন্য ১০ হাজার এবং ঢাকার দিয়াবোঁ অফিসের জন্য ১০ হাজার টাকা গ্রহণ করছেন। সূত্র জানায়, তদন্ত কমিটি বাড়ি ভাড়া ও আপ্যায়নের এই ৭৫ হাজার টাকা চলতি মাস থেকে বন্ধ এবং পূর্ববর্তী মাসগুলোতে গৃহীত সব টাকা ফেরত নেয়ার জন্য সুপারিশ করেন। উল্লেখ্য, এর আগে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন উপাচার্য বাড়ি ভাড়া কেলেংকারি করেছিলেন, পরে সমুদয় অর্থ সরকার ফেরত নিয়েছে।

অডিট টিম সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছে বৈদ্যুতিক জেনারেটর ব্যবহারের ক্ষেত্রে। সূত্র জানায়, লোডশেডিংকালে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার অফিস ও আবাসিক এলাকা আলোকিত করার জন্য ৫০ কেভি লোডের একটি জেনারেটর চালানো হচ্ছে। এতে বার্ষিক ব্যয় প্রায় ১৫ থেকে ২০ লাখ টাকা। নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের জেনারেটর ব্যবহারের পদক্ষেপকে অডিট টিম অত্যন্ত ব্যয়বহুল বলে আখ্যায়িত করেন। জানা যায়, এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ক্রমান্বয়ে আর্থিক ঘাটতিতে পড়বে। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় আবাসিক এলাকা আলোকিত করার ব্যবস্থা নেই। এ ব্যাপারে ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান বলেন, এ ধরনের অভিযোগ আমরা পেয়েছি। বিষয়টি তদন্ত হচ্ছে।